সম্পূর্ণ সত্যি (আশ্চর্য্য ঘটনা)

বিয়ের রাতে কন্যা চুরি

জনপ্রিয় বহুছড়া প্রণেতা

কবি—জেহের উদ্দীন মোল্লা

প্রকাশক—যামিনী আকবর
দম্‌দম্‌ রোড, কলিকাতা—২৮

মূল্য দশ পয়সা

* কবিতা আরম্ভ *

শুনুন সবে ভক্তি ভাবে মিনতি আমার
বিয়ের রাতে কন্যা চুরি আশ্চর্য্য ব্যাপার।
সেতো উদয়পুরে ২ নাম ধরে বেথুরিয়া গ্রাম
সেইখানেতে বসত তার পরেশ বর্ম্মণ নাম।
জাতিতে জানি বম্মণ ২ নাহি ধন গরীব ছিল অতি
এক কন্যা ছিল তার নাম—লীলাবতী।
দেখতে অতি সুন্দর ২ মনোহর রূপে চমৎকার
রূপেতে ছিল যে কন্যা পরীর আকার।
বয়স ১৪ পার ২ যৌবন তার টলমল করে
সুন্দর এক যুবক দেখি তার প্রেমে পরে।
নাম তার হরিহর ২ ছিল ঘর—একই গ্রামে ভাই
লেখা পড়া জানা ছেলে কম্ম কিছু নাই।
তারা দুই জনে ২ খুশী মনে প্রেম করে যায়
মেয়ের পিতামাতা কিন্তু জানতে নাহি পায়।
এমনি এক বছরে ২ তারপর জামসেদপুর হতে
হরিহর চিঠি পায় যেতে চাকুরীতে।
যাবে জামসেদপুরে ২ দেখা করে লীলাবতীর সাথে
খবরটুকু জানায় তারে বিষন্ন মনেতে।
খবর শুনলো যখন ২ (লীলা) তখন কাঁদিয়া উঠিল
হরিহর বারে বারে বুঝাতে লাগিল।
(লীলা) কহিতেছে ২ (হরির) কাছে রোদন করিয়া
তোমার আশাতে আমি রহেছি বসিয়া।
এখন দূর দেশে ২ গিয়ে শেষে আমায় ভুলে যাবে
অন্যের প্রেমেতে তুমি ভুলিয়া থাকিবে।
হরিহর তখন কয় ২ মোটেই নয় করছি আমি পণ
তুমি বিনে অন্যের দিকে চাইবো না কখন।

কিছুদিন পরে ২ ছুটি করে আসবো সত্যি আমি
এই কিছুদিন অপেক্ষা মোর করে এখন তুমি।

আসবো টাকা নিয়ে ২ করে বিয়ে নিয়ে যাবো তোমায়
ইহা ছাড়া এখন নাহি যে উপায়।

এই কথা বলে ২ বিদায় নিয়ে হরিহর তখন
চাকুরিতে যাত্রা করে বিষন্নিত মন।

গিয়ে জামসেদপুরে ২ চাকুরী করে টাটা কম্পানীতে
দেড়শো টাকা বেতন পায় প্রতি মাসেতে।

যাচ্ছে দুই মাস কেটে ২ বুক ফাটে প্রেমের জ্বালায়
লীলাবতী এই দফেতে দিন গুনে যায়।

এদিকে সেই গ্রামে ২ ধনে মানে পশুপতি রায়
একছত্র জমিদার সবে ভয় পায়।

বয়স ৪০ হবে ২ জেনো সবে গায়ের জমিদার
লীলার রূপে বিয়ের লোভ হইলো তাহার।

তার এক মেয়ে ২ দিয়েছে বিয়ে পত্নী গেছে মারা
রূপ দেখিয়া পাগল সম হইলো সেই বুড়া।

আরো এক ছেলে ২ বয়স হ'লো কুড়ি যে তাহার
কলেজেতে পড়তে ছিল অতি চমৎকার।

এমনি শেষ বয়সে ২ মজে রসে বুড়ো জমিদার
কবি বলে কলির শেষে আজব ব্যাপার।

একদিন কন্যার বাপকে ২ আনে ডেকে আপন বাড়ী
বলে ১০ বিঘা জমি আমি পণ দিতে পারী।

আপনার মেয়েটিকে ২ দিন দেখে আমারই সাথে
সমর্পণ করেন যদি আমারি হাতে।

আরো টাকা-কড়ি ২ দিতে পারি যদি মত পাই
কন্যা আপনার সুখে থাকিবে কোন চিন্তা নাই।

লোভি পিতা তখন ২ আনন্দ মন নাহি যে ভাবিল
টাকার লোভেতে বর্ব্বর রাজী যে হইল।

ছুটে বাড়ীর দিকে ২ গিয়ে স্ত্রীকে বলতেছে তখন
এই বারেতে চিন্তায় আর নাহিকো কারণ।

আমরা ভাগ্যমান ২ মান সম্মান পাবো পুরাপুরি
জমিদারের শ্বশুর হবো আনন্দেতে মরি।

বলে আদ্য পান্ত ২ সব বৃত্তান্ত আপন স্ত্রীর কাছে
পত্নী বলে একি মত দিলে অবশেষে।

এমন দিব্যি মেয়ে ২ দিবে বিয়ে বুড়োর সাথে
মেয়ে বিক্রি করে মোরা চাই না সুখী হতে।

পরেশ ধমক মারে ২ আপন স্ত্রীরে বলে চুপ থাকো
এমন সুযোগ পাওয়া কভু ভাগ্যে মিলে নাকো

পত্নী দুঃখিত মন ২ স্বামীর চরণ ধরিয়া তখন
বিনয় করিতে থাকে করিয়া রোদন।

(বলে) মেয়ের সুখের কথা ২ ভাব পিতাকে বুঝিবে আর
তুমি ছাড়া এ সংসারে কে আছে তাহার।

পরেশ হুমকি মারে ২ বলে তারে হবে রাজ রাণী
মহাসুখে থাকতে পারবে এই টুকু জানি।

দিন ঠিক হইল ২ কথা দিল বিয়ার কথা পাকা
মেয়ে তখন কেঁদে মরে কি করিবে একা

মেয়ে শুনলো যখন ২ করে রোদন মায়ের কাছে কয়
একি বরে দিচ্ছ মাগো পিতা সম হয়।

গলা টিপে ধরে ২ দাওনা মেরে তাও জানি ভাল
পিতা হয়ে এ বিয়েতে কেমনে মত দিল।

মেয়ে ক্রন্দন করে ২ বুঝায় তারে কি করিবে মা
অদৃষ্টে লিখন কভু খণ্ডন যায় না।

কন্যা মনে ভাবে ২ বিয়ে হবে বাচার উপায় নাই
এই খবরটা হরির কাছে পৌছানো যে চাই।
তাই যায় ছুটে ২ নিকটেতে বিপিন বাবুর বাড়ী
ক্রন্দন করিতে থাকে দুইটি পাও ঐ ধরি।
বিপিন হাতে ধরে ২ উঠায় তারে করে জিজ্ঞাসন
কি কারনে লীলা তুমি করিতেছ রোদন।
বিপিন হয় যে মামা ২ আপন জনা হরিহরের তাই
পিতা মাতা আপন বলতে আর কেহ নাই।
হরিহর ছোট হতে ২ মামার হাতে হয়েছে পালিত
দেশেতে মামার বাড়ী সদাসে থাকিত।
তাই জামসেদপুরে ২ গিয়ে পরে চিঠিপত্র দেয়
মামা মামির খোজ খবর সদাই কিন্তু নেয়।
তাই বিপিনের কাছে ২ লীলা গেছে নিরুপায় হয়ে
আদি অন্ত সব বিত্তান্ত কয় তারে গিয়ে।
শুনে বিপিন তখন ২ ব্যথিত মন লিলাকে যে কয়
এর জন্য তুমি মাগো করনাকো ভয়।
আমি পত্র দিব ২ খবর দিব যাও বাড়ী ফিরে
অসুখের খবর লিখে জানাইব তারে।
দিল জামসেদপুরে ২ খামে ভরে জরুরি
তোমার মামি অসুস্থ শীঘ্র আইস বাড়ী।
এদিকে ক্রমান্বয়ে ২ আসে হয়ে বিয়ে শুভ দিন
কাঁদিতে ২ মেয়ে হয়েছিল হীন।
তারপর ধুম ধামে ২ মহরহবে বিয়ে হলো ইতি
হরিহর বাড়ী পৌছে ঠিক সেই রাতি
যায় মামীর বাড়ী ২ তাড়াতাড়ী সঙ্গে ফলমুল
গিয়ে দেখে মামা মামী চিন্তায় আকুল।

বলে একি মামী ২ সুস্থ তুমি ভাল হয়ে গেছে
বসে বসে মামামামী কিবা ভাবিতেছে ।

মামা বলে তখন ২ বিষন্ন মন বড় দেরী হলো
একদিন আগে এলে খুব ভালো ছিল ।

বলে সব খুলে ২ তুলে মুখে সকল ঘটনা
(বলে) চিন্তায় মেয়েটা বুঝি বাঁচিবে না ।

হরিহর শুনে কথা ২ পায় ব্যথা ভাবে নিজ মনে
লীলাকে আবার আমি পাইবো কেমনে ।

বসে খেতে তখন ২ চিন্তিত মন ভাত নাহি খায়
তারপর ঘুমাইতে নিজ ঘরে যায় ।

চোখে ঘুম নাই চিন্তা মনের মাঝে
এদিকে ঘড়িতে তখন ২টা বাজে ।

হরিহর বিছানা ছেড়ে ২ যায় বাহিরে চারিদিকে চুপ
চিন্তায় বুক তার করে ঢুপ ঢুপ ।

তারপর ধীরে ধীরে ২ রাস্তা ধরে চলতে সুরু করে
জমিদারের বাড়ী ছিল একটুখানি দূরে ।

গেল প্রাচীর কাছে ২ উঠে গাছে যায় ভিতর বাড়ী
পাইপ ধরে দোতালায় উঠে তাড়াতাড়ী ।

এদিকে বাসর ঘরে ২ প্রবেশ করে কন্যা লীলাবতী
ফুলশয্যা ত্যাগ করিয়া কাটাতে চায় রাতী ।

জমিদার বুঝায় তারে ২ বারে বারে দুঃখ কিছু নাই
আজ হতে এই সংসার তোমার হলো তাই ।

এরূপে বুঝাইয়া ২ শুই গিয়া ফুলশয্যাতে
মন কিন্তু মানে না একা ঘুমাইতে ।

তাই ঘুমিয়ে ভাবে ২ মনে কেন রোদন করে
এদিকে হরিহর উঠিল উপরে ।

চুপে চুপে যায় ২ বারান্দায় বাসর ঘরে
কবি বলে অদৃষ্টে তোর আছে মহা ফেরে।
এসে বারান্দায় ২ দেখা পায় তার লীলাকে
মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে নাম ধরে ডাকে।
গলার স্বরে শুনে ২ লীলার মনে হইল আশা
জমিদার ভাবে মনে ২ তুমি সর্ব্বনাশা।
লীলা পিছন ফিরে দেখতে তাবে ঝাপাইয়া পড়ে
দুইজনে কতক্ষণ অশ্রুপাত করে।
হরিহর তখন কয় ২ দেরী নয় চল মোর সাথে
গাড়ীতে উঠিবো মোরা আজো এই রাতে।
এদিকে জমিদারে ২ বিছানা ছেড়ে লম্ফ মেরে উঠে
বন্দুকে গুলি ভরে নিল নিজ হাতে।
আসে বারান্দায় ২ দেখতে পায় দুইজনা যায়
পিছন থেকে জমিদার বন্দুক উঠায়।
বলে দাড়িয়ে যাও ফিরে চাও নইলে রক্ষা নাই
এক গুলিতে মাথাটি তোর দিব যে উড়াই।
লীলা ফিরে যায় ২ দেখতে পায় হাতে বন্দুক নিয়া
পিছনেতে জমিদার রয়েছে দাঁড়াইয়া।
তখন ছুটে গিয়ে ২ পড়ে পায়ে বলে রক্ষা কর
তার চেয়ে আমাকে আগে শেষ কর।
জমিদার তখন বলে ২ এই হলো আমার কাটা
সুখী হতে দেবেনাকো থাকতে এই বেটা।
তখন গুলি ছোড়ে ২ গুম করে একে একে দুই
লীলা বলে এক পাষাণ করলি তবে তুই।
ছুটে যায় বাসর ঘরে ২ বন্ধ করে দরজা তখন
জমিদারে ডাকে দরজা খুলিবার কারণ।

লীলা ঘরে ঢুকে ২ চেয়ে দেখে এক লম্বা দাউ,
হাতে দাউ নিয়া বলে এর শাস্তি নাও।
যায় দরজার পাশে ২ অবশেষে দরজা খুলে দিল,
ভিতরেতে জমিদার প্রবেশ করিল।
লীলা দাউ তুলে ২ কোপ দিলে জমিদারের ঘাড়ে
দেহ হতে মাথা তখন পৃথক হয়ে পড়ে।
তারপর কাপড় খুলে ২ ফাস দিলে আপন গলে,
এক প্রেমে তিন জনার প্রাণ গেল চলে।
এদিকে বাড়ীর লোকে২শুনতে পেয়ে বন্দুকের আওয়াজ
দৌড়াইয়া আসিয়া দেখে শেষ সব কাজ।
পাঠায় থানায় বার্ত্তা ২ পুলিশ সঙ্গে নিয়া
জমিদারের বাড়ী তখন আসিল ছুটিয়া।
তিন মরা দেখে ২ মনের শোকে উঠিল চমকিয়া,
মনে মনে ভাবে তখন রহস্যটা কি
জেরা করতে থাকে ২ বাড়ীর লোকে কিছু জানতে নারে
খবর পাইয়া বিপিন আসিল দৌড়ে।
দুঃখে রোদন করে ২ দারোগারে সব খুলে বলে,
এর জন্য পরেশকেই দায়ী সে করলে।
পুলিশ এরেষ্ট করে ২ পরেশেরে দিল চালান করে,
বিপিনকে কোর্টে উঠায় সাক্ষী দেওয়ার তরে।
বলে আদ্যপান্ত ২ সব বৃত্তান্ত হাকিমের কাছে,
বিচার করিয়া হাকিম রায় দেন শেষে।
বলে পিতার লোভে ২ গেল সবে তিন জনা মারা,
পাঁচশ টাকা জরিবানা করিলাম পুরা।
আর ৬ মাস ২ হবে বাস জেলেতে তোমার,
কবি বলে বিচার কিন্তু হলো চমৎকার।